কোটচাঁদপুরে জামায়াতের বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় ঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে ৫ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শুক্রবার বিকাল ৪টা ৩০ মিনিটে কোটচাঁদপুর পৌর পাঠাগারের সামনে থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে কোটচাঁদপুর বাজারের পায়রা চত্বরে এসে শেষ হয়। পরে সেখানে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিশের শূরা সদস্য, বিভিন্ন ভাষার গবেষক এবং ঝিনাইদহ-৩ (কোটচাঁদপুর-মহেশপুর) আসনের সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী প্রফেসর মতিয়ার রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা আমীর মাওলানা তাজুল ইসলাম, উপজেলা সেক্রেটারি শাহাবুদ্দিন খান, পৌর আমীর মুহাদ্দিস আব্দুল কাইয়ুম, পৌর সেক্রেটারি মাহফুজুল হক মিন্টু প্রমুখ। এছাড়া সমাবেশে আরও উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান মুয়াবিয়া হুসাইন, সাবেক আমীর মাস্টার আজিজুর রহমান, মাস্টার মশিয়ার রহমান, মাস্টার রেজাউল ইসলাম, সাফদারপুর ইউনিয়ন আমীর মাওলানা নুরুন্নবী, দোড়া ইউনিয়ন আমীর ও সাবেক চেয়ারম্যান মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক, কুশনা ইউনিয়ন আমীর মাওলানা আতিকুল ইসলাম, বলুহর ইউনিয়ন আমীর ও সাবেক চেয়ারম্যান শাহ আলম, এলাঙ্গী ইউনিয়ন আমীর জাহিদুল ইসলাম আওয়াল সহ উপজেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা হাজার হাজার নেতাকর্মী।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রফেসর মতিয়ার রহমান বলেন, জামায়াতের ৫ দফা দাবি বাস্তবায়ন ছাড়া দেশে শান্তি ফিরবে না। জনগণের ভোটাধিকার রক্ষায় এ দাবি জনগণের দাবি।” তিনি জামায়াতের ৫ দফা দাবি তুলে ধরেন।

সমাবেশ শেষে প্রফেসর মতিয়ার রহমান নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান এবং শান্তিপূর্ণ আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

মেহেরপুরে ইসলামী আন্দোলনের বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

বাংলাদেশ ইসলামী আন্দোলন মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শুক্রবার বিকেল ৫টার দিকে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

৫ দফা দাবির মধ্যে ছিল আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন পিআর পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত করা, সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিতকরণ, গণহত্যার বিচারসহ অন্যান্য দাবি।বিক্ষোভ মিছিলটি শহরের কোর্ট মোড় থেকে শুরু হয়ে শহীদ শামসুজ্জোহা পার্কে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, বাংলাদেশ ইসলামী আন্দোলন মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি প্রভাষক মোঃ খাদিমুল ইসলাম।

এছাড়াও এসময় জেলা সেক্রেটারি মাওলানা আরিফুল ইসলাম, সদর থানা সভাপতি মাওলানা সালাউদ্দিন, মুজিবনগর থানা সভাপতি মাওলানা আমিনুল ইসলাম, ইসলামী যুব আন্দোলনের জেলা সভাপতি মাওলানা আশরাফ শাহাজাহান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

পিআরসহ ৫ দফা বাস্তবায়নের দাবীতে ঝিনাইদহে জামায়াতের বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন, ফেব্রুয়ারির মধ্যে পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচনসহ ৫ দফা দাবীতে ঝিনাইদহে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ হয়েছে। আজ শুক্রবার সকালে শহরের পুরাতন ডিসি কোর্ট চত্বর থেকে

জেলা জামায়াতের পক্ষ থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়।

মিছিলটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে পোস্ট অফিস মোড়ে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে অনুষ্ঠিত হয় সংক্ষিপ্ত সমাবেশ।
জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি আব্দুল আওয়ালের সঞ্চালনায় সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন, জেলা জামায়াতের আমীর অধ্যাপক আলী আজম মোহাম্মদ আবু বকর।

এ সময় বক্তব্য রাখেন, জেলা জামায়াতের নায়েবে আমীর আব্দুল আলিম, সহকারী সেক্রেটারি মাওলানা তাজুল ইসলাম, সহকারী সেক্রেটারি কাজী সগির আহমদ, শহর শাখা জামায়াতের আমীর অ্যাডভোকেট ইসমাইল হোসেন।

স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা সরকারের রেখে যাওয়ার পদ্ধতিতে নির্বাচন সম্ভব নয় উল্লেখ করে বক্তারা জুলাই সদন বাস্তবায়ন করে আগামী ফেব্রুয়ারির মধ্যে পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচনসহ কেন্দ্রীয় ঘোষিত ৫ দফা দাবী তুলে ধরেন। দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত তাদের কর্মসূচী অব্যাহত থাকবে বলে সমাবেশ থেকে ঘোষণা দেওয়া হয়।

দেশে পাচার হওয়া অর্থ ফিরিয়ে আনতে বিএনপি সরকার দরকার

আলমডাঙ্গায় বিভিন্ন স্থানে পথসভা ও সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন, শামসুজ্জামান দুদু। বিএনপি এখনো কাউকে নমিনেশন দেয়নি। তবে ধানের শীষের পক্ষে মানুষের কাছে যাওয়ার জন্য দলীয় নেতাকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপি’র ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু। তিনি বলেন, “বিএনপি সরকার গঠন করলে তারেক রহমান প্রধানমন্ত্রী হবেন।”

গতকাল বুধবার বিকেলে চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার ভালাইপুর, আসমানখালী, হারদি ইউনিয়ন বিএনপি’র উদ্যোগে আয়োজিত পৃথক এক পথসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন। স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মী এবং গ্রামীণ জনতার ব্যাপক উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এ সভায় শামসুজ্জামান দুদু বলেন, “চুয়াডাঙ্গা

ও আলমডাঙ্গা অঞ্চলে এখনো অনেক সমস্যা বিরাজ করছে। আমি বিগত দুইবার এ আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলাম। জনগণের উন্নয়নে কাজ করেছি। কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকার দীর্ঘ সময় ধরে ক্ষমতায় থেকে শুধু দুর্নীতি আর লুটপাট করেছে।”

তিনি অভিযোগ করেন, “আওয়ামী লীগ সরকার দেশের প্রায় ৭০ হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার করেছে। সেই টাকা ফেরত আনা এবং দেশের অর্থনীতি পুনর্গঠন করতে হলে বিএনপি’র সরকার গঠন করা ছাড়া বিকল্প নেই।”

আওয়ামী লীগকে তীব্র সমালোচনা করে বিএনপি’র এই নেতা আরও বলেন, “আওয়ামী লীগ কত বড় চোরের দল, তা শেখ হাসিনা গত ১৬-১৭ বছর ক্ষমতায় থেকে প্রমাণ করেছে। দেশের মানুষ আজ ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত। গণতন্ত্রকে হত্যা করা হয়েছে। তাই মানুষের মুক্তি ও গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ধানের শীষের বিজয় নিশ্চিত করতে হবে।”

সমাবেশের শেষে শামসুজ্জামান দুদু নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে মাঠে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, “আগামী নির্বাচনে জনগণের ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে হবে। মানুষ যদি স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পারে, তবে ধানের শীষের বিজয় কেউ ঠেকাতে পারবে না।”

সভায় উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি’র সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক এ্যাড: ওয়াহেদুজ্জামান বুলা, শহিদুল ইসলাম রতন, এ্যাড: শামিম রেজা ডালিম, আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সভাপতি শহিদুল কাওনাইন টিলু, সাবেক সাধারণ সম্পাদক শেখ সাইফুল ইসলাম, জেহালা ইউনিয়ন সাবেক চেয়ারম্যান আসিরুল ইসলাম সেলিম, বুরহান উদ্দিন, চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি আশরাফ বিশ্বাস মিল্টু, সহ-সভাপতি মাগরিবুর রহমান প্রমুখ।

ঝিনাইদহে সামাজিক সম্প্রীতি

সমাবেশ ও আলোচনা সভা

ঝিনাইদহ পৌরসভার ২নং ওয়ার্ডের ষাটবাড়িয়া গ্রামে সামাজিক সম্প্রীতি সমাবেশ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৫ আগস্ট ২০২৪-এর পর সামাজিক দ্বন্দকে কেন্দ্র করে একাধিকবার সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে দু’পক্ষের বহু পরিবার ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় ঝিনাইদহ সদর থানায় শতাধিক মানুষের বিরুদ্ধে মামলা হয়।

সংঘর্ষের এই রেশ কাটাতে ঝিনাইদহ জেলা বিএনপি’র সভাপতি অ্যাডভোকেট এম এ মজিদের উদ্যোগে আয়োজিত হয় সামাজিক সম্প্রীতি সমাবেশ। গতকাল সকাল ১০টায় ষাটবাড়িয়া ঋষিপাড়ার মন্দিরে এই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তারা সামনের দিনে মিলেমিশে বসবাসের শপথ নেন। বিশেষ করে মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে সকলকে সামাজিক সম্প্রীতি রক্ষার অঙ্গীকার করানো হয়। এসময় অতীতে মাদক ব্যবসা ও সেবনের সঙ্গে জড়িতদের সতর্ক করা হয়। ভবিষ্যতে কেউ মাদক বিক্রি বা সেবনে জড়িত হলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়।

এছাড়া এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ১০ জন মাতুব্বর ও ১০ জন জ্ঞানী ব্যক্তিকে নিয়ে ২০ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়। স্থানীয় কোনো সমস্যা হলে প্রথমে এ কমিটি সালিশি করবে। যদি সমাধান না হয় তবে ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুনের সহযোগিতা নেওয়া হবে।

এ আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ঝিনাইদহ জেলা বিএনপি’র সভাপতি অ্যাড. এম এ মজিদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ঝিনাইদহ জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনা, সিনিয়র সহ-সভাপতি আক্তারুজ্জামান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ঝিনাইদহ সার্কেল মাহফুজ হোসেন, ঝিনাইদহ জেলা বিএনপি’র সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মজিদ বিশ্বাস। এ সভায় সভাপতিত্ব করেন, ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন।

দামুড়হুদার গোবিন্দহুদা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অভিভাবক সমাবেশ অনুষ্ঠিত

শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মান উন্নয়ন ও উপস্থিতির হার বৃদ্ধি করণ উপলক্ষে দামুড়হুদার গোবিন্দহুদা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অভিভাবক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১১ টার সময় গোবিন্দহুদা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের আয়োজনে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এই অভিভাবক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

গোবিন্দহুদা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ইকবাল হোসেনের সভাপতিত্বে এসময় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গোবিন্দহুদা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সভাপতি রিকাত মালিথা, বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গোবিন্দহুদা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আব্দুল মান্নান, অবসরপ্রাপ্ত সহকারী শিক্ষক রফিকুল ইসলাম, অভিভাবক সদস্য আজাদুল ইসলাম আজাদ খাঁনসহ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক শিক্ষিকাবৃন্দ, বিদ্যালয়ে অধ্যায়ণরত ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকবৃন্দ।

অভিভাবক সমাবেশে বক্তারা স্কুলে ছাত্র – ছাত্রীদের শিক্ষার মান উন্নয়ন ও নিয়মিত উপস্থিতির হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে বক্তব্যে বলেন আমাদের ক্ষেত খামার, চাকরি, ব্যবসাসহ জীবন ধারণের জন্য আমরা নিয়মিত যে সময় ও মূলধন ব্যয় করি ঠিক তেমন ভাবে নিয়ম করে প্রতিদিন আমরা যারা ছাত্র ছাত্রীর অভিভাবক আছি আমাদেরকে নিয়মিত আমার সন্তানের শিক্ষার মান ও সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য সময় ও মূলধন বিনিয়োগ করতে হবে। কোন ভাবেই অবহেলা করা যাবে না। আমার সন্তান কোথায় যায়, কী করে, কাদের সঙ্গে মেলামেশা করে নিয়মিত খোজ খবর নিতে হবে। নিয়মিত বিদ্যালয়ে যাচ্ছে কিনা, লেখা পড়া করেছে কীনা বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সাথে অভিভাবক হিসাবে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হবে। ডিজিটাল যুগে আমাদের উঠতি বয়সী সন্তানের হাতে আমরা হর হামেশাই দামী মোবাইল ফোন ও দামী মটর বাইক তুলে দিচ্ছি যা আমাদের সন্তানকে আমরা বিপথগামী ও মৃত্যুর মূখে ঠেলে দিচ্ছি। এই অবস্থা থেকে বের হবার পথ খুজতে হবে এবং সন্তানকে সঠিক

শিক্ষায় শিক্ষিত করে আগামীর ভবিষ্যৎ প্রজন্ম হিসাবে গড়ে তুলতে হবে।

মেহেরপুরে শিক্ষার মান উন্নয়নে অভিভাবক সমাবেশ

মেহেরপুর সদর উপজেলার গোভীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে অভিভাবক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার সকাল ১০টার সময় বিদ্যালয় মাঠে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিদ্যালয়ের এডহক কমিটির সভাপতি সাইফুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) মো: খায়রুল ইসলাম।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মনিরুল ইসলাম।

সমাবেশে আরও উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সাহারুল ইসলাম, এডহক কমিটির সাবেক সভাপতি নাসির উদ্দিন, আকসেদ আলী, সহকারী শিক্ষক কামরুল ইসলাম, এইতেসামুল হকসহ গ্রামের আমন্ত্রিত সুধীজন, অভিভাবক, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা।

আলোচনায় বক্তারা বলেন, শিক্ষা উন্নয়নে শিক্ষক-অভিভাবক-শিক্ষার্থীর সম্মিলিত প্রচেষ্টার বিকল্প নেই। শিক্ষার মান বাড়াতে অভিভাবকদের আরও বেশি সচেতন ও অংশগ্রহণমূলক ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান অতিথিরা।

গাংনীতে নির্বাচনী হাওয়া: একাধিক প্রার্থী বিএনপিতে, জামায়াতের একক

আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে মেহেরপুরের দুটি আসনে নির্বাচনের প্রচার—প্রচারণা শুরু হয়েছে। গণসংযোগ, প্রচার—প্রচারণা, মিছিল, সমাবেশসহ বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিজেদের প্রার্থী হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করছেন মনোনয়ন প্রত্যাশীরা। মেহেরপুরের দুটি আসনে বিএনপির দুই হালি প্রার্থী মনোনয়ন প্রত্যাশা করে ভোটারদের সামনে তুলে ধরছেন। দুটি আসনেই বিএনপির একাধিক প্রার্থী থাকায় দলটি মনোনয়ন কাকে দেয় এ নিয়ে রাজনৈতিক নেতাকমীর্ ও সাধারণ ভোটারদের মধ্যে চলছে নানা হিসেবে নিকেষ।

অন্যদিকে জামায়াতে ইসলামি দুটি আসনে প্রার্থী ঘোষনা করেছে অনেক আগেই। ফলে নির্ভার হয়ে জামায়াতের প্রার্থীরা তাদের ভোট প্রচারণা ও গণসংযোগে ব্যস্ত রয়েছেন। মেহেরপুরের—১ আসনে এনসিপি কোন প্রার্থী ঘোষণা না দিলেও প্রাথমিকভাবে মেহেরপুর—২ আসনে প্রাথমিকভাবে প্রার্থী হিসেবে ঘোষনা করেছেন। তিনিও এলাকার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিজের উপস্থিতি জানান দিচ্ছেন। ইসলামী অন্যান্য দলগুলোর তেমন তৎপরতা এখনো লক্ষ করা যায়নি। তবে ইসলামি শাষনতন্ত্র আন্দোলনের প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে দুটি আসনেই। মেহেরপুরের দুটি আসনে মূলত বিএনপি ও আওয়ামী লীগ থেকেই এমপি নির্বাচিত হয়ে এসেছেন। তবে জামায়াত চেষ্টা করছে বিজয়ী হতে।

মেহেরপুর—২ (গাংনী): গাংনী উপজেলা নিয়ে গঠিত মেহেরপুর—২ আসন। জাতীয় সংসদের ৭৪ নম্বর আসন এটি। এ আসনে হালনাগাদ ভোটার ২ লাখ ৬৭ হাজার ৫৯৯ জন। এ আসনে সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা বিএনপির সদস্য আমজাদ হোসেন, জেলা বিএনপির আহবায়ক জাবেদ মাসুদ মিল্টন, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু দলীয় প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন চাইবেন বলে জানা গেছে। গ্রামে গ্রামে গণসংযোগ, প্রচারপত্র বিলি, ৩১ দফার লিফলেট বিতরণসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড তারা পৃথক পৃথক ভাবে পরিচালনা করছেন।

জামায়াতে ইসলামী জেলা জামায়াতের সূরা সদস্য ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান মো: নাজমুল হুদাকে এ আসনে প্রার্থী ঘোষনা করা হয়েছে। তিনিও পুরোদমে ভোটের প্রচার প্রচারণা ও গণসংযোগ প্রচুর সময় ব্যয় করছেন। নেতাকমীর্দের সঙ্গে নিয়ে এলাকা চষে বেড়াচ্ছেন।

এনসিপির কেন্দ্রীয় কমিটির আইন বিষয়ক সমন্বয়ক অ্যাড. শাকিল আহমেদকে প্রাথমিকভাবে প্রার্থী ঘোষণা করেছে দলটি। তিনি ৫ আগষ্ট এর পর থেকে তাঁকে এলাকার বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশ নিতে দেখা যাচ্ছে। ইসলামী শাষনতন্ত্র আন্দোলন থেকে মোস্তাফিজুর রহমান সেন্টু, এনডিএম এর কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক জাবেদুর রহমান সেন্টুকে প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

জেলা বিএনপির আহবায়ক জাবেদ মাসুদ মিল্টন বলেন, বিএনপি নির্বাচনমুখী রাজনৈতিক দল। জনগণের ম্যাণ্ডেটের উপর আস্থাশীল। সেই ম্যাণ্ডেট নিয়ে বিএনপি সরকারও পরিচালনা করেছে। একটি বড় দলের অসংখ্য নেতাকমীর্র নিবার্চনে আগ্রহ থাকাই যৌক্তিক। দল যাকে জনগণের নেতা হিসেবে বিবেচনা করবে সেই মনোনয়ন পাবে। আমি ২০১৮ সালে মনোনয়ন পেয়েছিলাম। আমি এবার মনোনয়ন পাওয়ার ব্যাপারে আশাবাদি। তারপরও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত। তিনি যাকে মনোনয়ন দেবেন তার হয়েই আমরা নির্বাচনে মাঠে নামবো।

সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন বলেন, বিএনপি অনেক বড় দল। এই দল থেকে অনেকেই প্রার্থীতা চাইবে এটাই স্বাভাবিক। আমিও মনোনয়ন প্রত্যাশী। আমি ২০০৮ সালে বিএনপির মনোনিত খুলনা বিভাগে বিএনপির বিজয়ী ২টি সিটের মধ্যে গাংনীতে এমপি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলাম। গাংনীর মানুষ আমার প্রতি আস্থা রেখে আমাকে এমপি নির্বাচিত করেছিল। তারপর দীর্ঘ লড়াই সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে গাংনীর মানুষকে সাথে নিয়েই আছি। আমাকে মনোনয়ন দিলে আমার বিশ্বাস মানুষ আবারও সে আস্থায় আমাকে নির্বাচিত করবেন।

দর্শনায় জামায়াতের দায়িত্বশীল সমাবেশ

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা পৌর কমিউনিটি কাম অডিটোরিয়ামে জামায়াতের দায়িত্বশীল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শুক্রবার সকাল ৯টায় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য সচিব মাওলানা মহিউদ্দিনের সভাপতিত্বে ও জেলা সহকারী সেক্রেটারী আব্দুল কাদেরের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত দায়িত্বশীল সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন, চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের জামায়াত মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী ও জেলা আমীর রুহুল আমিন।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, জামায়াত বাংলাদেশকে একটি বৈষম্যহীন সমাজ উপহার দিতে চায়। দেশের মানুষ চাঁদাবাজ দেখতে চায় না। চাঁদার জন্য উলঙ্গ করে পাথর নিক্ষেপ করে মানুষ হত্যা, মানুষ দেখতে চায় না। ব্যবসাদারা নির্বিঘ্নে ব্যবসা করতে চায়। বাংলাদেশের জনগণ মাদক মুক্ত সমাজ দেখতে চায়। ঘুষহীন চাকরি পেতে চায়। ক্ষুধার্তদের মুখে আহার তুলে দিতে চায়।

বেকারমুক্ত জীবনযাপন করতে চায়। রাতে আরামে ঘুমাতে চায়। দেশের জনগণ নিরাপদে জীবনযাপন করতে চায়। ডাকাতদের হাত থেকে তাদের কষ্টার্জিত সম্পদের নিরাপত্তা চায়। বিগত ফ্যাসিষ্ট সরকার এ দেশ থেকে ২৫ লক্ষ কোটি টাকা চুরি করে বিদেশে পাচার করে নিয়ে গেছে, সেগুলো ফেরত এনে দেশের উন্নয়নে কাজে লাগতে চায়। বিচারের নামে প্রহসন দেখতে চায় না। ন্যায়বিচার সুরক্ষিত করতে চায়। জুলাই বিপ্লবের পর আর লাশ দেখতে চায় না। লেখাপড়ার পরিবেশ বজায় রাখতে সাধারণ ছাত্রদের নিয়ে ছাত্রশিবির ভূমিকা পালন করুক দেশের মানুষের প্রত্যাশা।

জামায়াত ক্ষমতায় গেলে দেশের স্বাস্থ্যসেবা খাতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবে। চিকিৎসা মানুষের মৌলিক অধিকার,তাই স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে জামায়াত কঠোর পরিশ্রম করছে। সমাবেশে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের নির্বাচনী পরিচালক ও জেলা নায়েবে আমীর মাওলানা আজিজুর রহমান, সেক্রেটারী এ্যাডভোকেট আসাদুজ্জামান, সহকারী সেক্রেটারী ও চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী এ্যাডভোকেট মাসুদ পারভেজ রাসেল।

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন, দামুড়হুদা উপজেলা আমীর নায়েব আলী, দর্শনা সাংগঠনিক থানার আমীর মাওলানা রেজাউল করিম ও জীবননগর উপজেলা আমীর মাওলানা সাজেদুর রহমান, ইসলামী ছাত্রশিবিরের জেলা সভাপতি সাগর আহমেদ।

সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন, জেলা প্রশিক্ষণ সম্পাদক জিয়াউল হক, জীবননগর উপজেলা জামায়াতের নায়েবে আমীর হাফেজ বিল্লাল হুসাইন ও সাখাওয়াত হোসেন, উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারী মাহফুজুর রহমান, দর্শনা সাংগঠনিক থানার সেক্রেটারী মাহবুবুর রহমান, দামুড়হুদা উপজেলা সেক্রেটারী আবেদ- উদ-দৌলা টিটন, দর্শনা পৌর আমীর সাহিকুল আলম অপু ও সেক্রেটারী দবির উদ্দিন।

দামুড়হুদায় আখ চাষী সমাবেশ অনুষ্টিত

দামুড়হুদা উপজেলার লোকনাথপুরে আখ চাষী সমাবেশ অনুষ্টিত হয়েছে। গতকাল রবিবার বিকাল সাড়ে ৫ টার দিকে লোকনাথপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এ আখ চাষী সমাবেশে অনুষ্টিত হয়।

আখ চাষী সমাবেশে সভায় সভাপতিত্ব করেন, বিশিষ্ট আখচাষী জামাল হোসেন। প্রধান অতিথী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, কেরুজ চিনিকলের ব্যাবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসান। এ সময় তিনি বলেন, ২০২৫-২৬ রোপন ও মাড়াই মৌসুমে আখরোপণ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন গুনগত মানসম্পন্ন আখ সরবরাহ করতে হবে। আপনারা ভালো জাতের আখ লাগাবেন আপনারা লাভবান হবেন। আপনাদের কথা চিন্তা করে আগামী বছর আখের মৃল্য বৃদ্ধি করার চিন্তা করছে বাংলাদেশ খাদ্য ও চিনি শিল্প করপোরেশন।

এ সময় বিশেষ অতিথী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, কেরুজ চিনিকলের জিএম কৃষি আশরাফুল আলম ভূইয়া এবং ডিজিএম (সম্প্রসারণ) মাহবুবুর রহমানসহ প্রায় শতাধীক আখচাষী উপস্থিত ছিলেন।